দৈনিক সংবাদ

১৪।৮।২০০০

তারিখ ....
পৃঃ ৮ ... কলাম ৩

এইচএসসি পরীক্ষা ঃ গতকালও সংঘর্ষ হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছেন শিক্ষক-পরিদর্শক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ কেন্দ্র পরিবর্তন করা ও নকলের সুযোগ না পাওয়ায় গতকাল এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষায় দুইটি কেন্দ্রের ৫ শতাধিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা বর্জন করেছে। বহিষ্কৃত ছাত্রের হাতে একজন ডেপুটি বোর্ড কন্ট্রোলার আহত হয়েছেন। জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার ১৪ জন ছাত্র কারাগারে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিয়েছে। এছাড়া সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে নকলের দাবিতে, বহিষ্কারের প্রতিবাদে পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ও শিক্ষক-পরিদর্শককে লাঞ্ছিত করেছে।

খাগড়াছড়ি সংবাদদাতা জানান, পানছড়ি কলেজ কেন্দ্রে ব্যাপক নকল, হামলা-সংঘর্ষের কারণে এই কেন্দ্রটি স্থানান্তর করে সদরে অবস্থিত সরকারি কলেজে নেয়া হয়েছে গতকাল। এ পরিবর্তনের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রটি আগের স্থানেই রাখার দাবিতে কেন্দ্রের ৩শ ৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১১ জন ছাড়া সবাই পরীক্ষা বর্জন করেছে। কেন্দ্র বহাল রাখার দাবিতে তারা সড়ক অবরোধ করে।

এইচএসসি ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

এইচএসসি ঃ পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এ সময় পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ এ সময় ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

নীলফামারী সংবাদদাতা জানান, গত শনিবার নীলফামারী সরকারি কলেজ কেন্দ্রে হামলা, সংঘর্ষ, ভাঙচুর, ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রভাষিকা লাঞ্ছিত ঘটনায় দায়েরকৃত জননিরাপত্তা আইনের মামলায় মোট ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে গতকাল নীলফামারী জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ১৪ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। তারা বিশেষ ব্যবস্থায় নীলফামারী কারাগারে বসে পরীক্ষা দিয়েছে। এছাড়া জলঢাকা ডিগ্রি কলেজে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। পুলিশ লাঠিচার্জ এবং ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা জানিয়েছেন, জেলার সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নকলের সুযোগ না পেয়ে ১শ ১৯ জন পরীক্ষার্থী আগে থেকেই কেটে পড়েছে। তারা গতকাল কেন্দ্রেই যায়নি। তারা সবাই বালিয়াডাঙ্গিতে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীরা এক ম্যাজিস্ট্রেটকে হুমকি দিয়েছে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো অফিস জানিয়েছে, ফটিকছড়ি কেন্দ্রে একজন বহিষ্কৃত ছাত্র চট্টগ্রাম বোর্ডের ডেপুটি কন্ট্রোলার এ. ওয়াই. এম আকবরকে ইট দিয়ে আঘাত করেছে। ইটের আঘাতে তার কান কেটে গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন কেন্দ্রে সংঘর্ষ, ভাঙচুর হয়েছে। গত বৃহস্পতি ও শনিবারের পরীক্ষায় শিক্ষক পরিদর্শক-লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে।

বগুড়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এইচএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে রোববার জেলার সব কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫টি কেন্দ্রে নকলের দায়ে ৮৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বহিষ্কার করা হয়েছে দুপচাঁচিয়ায় ২৯ জন, সান্তাহারে ১৬ জন ও আদমদীঘিতে ১৬ জন।

পরীক্ষার প্রথম দিন গোলযোগের অভিযোগে মোকামতলা কেন্দ্র শহরের নিশিন্দারা ফকির উদ্দিন কলেজে এবং শনিবারে দ্বিতীয় দিনে মালঞ্চা, গাবতলির সুখানপুকুর কেন্দ্র শহরের সরকারি আযিযুল হক কলেজে স্থানান্তর করা হয়। আকস্মিকভাবে প্রায় ১০/১২ কিলোমিটার দূরে কেন্দ্র স্থানান্তরের কারণে ওইসব কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা পরিবহন সমস্যায় পড়ে। এছাড়া আসন খুঁজে পেতে বিড়ম্বনা হওয়ায় বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা শুরুর অনেক পরে কক্ষে ঢুকতে হয়েছে।